[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের কর্মবিরতি

স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ন্যায্য পে-স্কেল নিশ্চিতকরণসহ একাধিক দাবিতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

সোমবার (৫ মে) সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তারা বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর ‘মাসদার হোসেন’ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও আজও বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি।

তাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বিচারকদের জন্য পৃথক পে-স্কেল, বিচারিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলেও সহায়ক কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও, পদোন্নতির সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেকেই দীর্ঘদিন একই পদে থেকে অবসরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

তারা আরও বলেন, বর্তমানে জেলা ও দায়রা জজ (১ম গ্রেড) জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তা হলেও অধস্তন কর্মচারীদের বেশিরভাগই ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি করছেন। অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম এবং ব্লক পদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ মেলে না।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও চীফ জুডিশিয়াল স্টেনোগ্রাফার শেখ মোহাম্মদ আহসানুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, জাকির হোসেন, সফিকুল ইসলাম (প্রধান তুলনাকারক, চীফ জুডিশিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত), অফিস সহায়ক বেদেনা বাবলী, প্রধান তুলনাকারী সহকারী আমিনুল ইসলাম এবং আব্দুল মুত্তালিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে ১০ গ্রেডে বেতনের দাবীতে ডিপ্লোমা সার্ভেয়ারদের কর্মবিরতি

১০ম গ্রেডে বেতনের দাবীতে কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন বৈষম্যবিরোধী সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ছাত্র-পেশাজীবী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মবিরতি পালন করেন তারা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ১০ গ্রেডে বেতনের দাবীতে ৬৪ জেলার সকল ডিপ্লোমা সার্ভেয়াররা কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন বৈষম্যবিরোধী সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ছাত্র-পেশাজীবী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ।

এর ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের বৈষম্যবিরোধী সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ছাত্র-পেশাজীবী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদও কর্মসুচী পালন করেন। আজ সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ৩ য় দিনের মতো ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মবিরতি পালন করেন তারা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, উচ্চ আদালতের আদেশ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ এবং গেজেটের আলোকে সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করে ১০ম গ্রেডে বেতন বাস্তবায়নের দাবী তাদের। এ দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন কর্মসুচী থেকে।

কর্মসূচিতে ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত

সার্ভেয়ার আ: রহিম, কোটচাঁদপুর ভূমি অফিসের মরতুজ আলী, মনিরুল হক, উন্নয়ন বোর্ডের সার্ভেয়ার আ: বাতেন, এলজিইডির সার্ভেয়ার আতিকুর রহমান, সড়ক বিভাগের সার্ভেয়ার সোহেল রানা, সার্ভয়ার ইজাজুল ইসলাম, নাজমুল হাসান সোহেল, রিয়াজুল ইসলাম, সাজ্জাদ হোসাইন শুভ, সজিব আহমেদ, পানিখাইরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন।

গেল ১ অক্টোবর থেকে আন্দোলনকারী এ কর্মসুচী পালন করে আসছেন। একই দাবীতে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় এ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ঝিনাইদহে বিদ্যুতের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চাকুরীর বয়স শিথিল করে শূন্য কোঠায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক স্থায়ীকরণের দাবীতে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কর্মবিরতি দিয়ে বিদ্যুৎ অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি অফিসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, মশিউর রহমান, টিপু সুলতান, শাহিন আলম, আমির হোসেন, মিঠু শেখসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকুরী স্থায়ী করছেন না। তাই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। তাদের চাকুরী স্থায়ী

করণের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী চলমান থাকবে বলেও হুশিয়ারি দেন । এদিকে লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি পালন করায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে জেলার বিদুৎ গ্রাহকদের।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ অফিসের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি

বেতন ভাতার দাবীতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে কর্মবিরতি ও বিদ্যুৎ অফিস প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করে তারা। সেসময় তারা বেতন ভাতার দাবিতে নানা শ্লোগান দেয় ।

কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, আব্দুলাহ আল মামুন, রুবেল হোসেন, মশিউর রহমান, আব্দুল মমিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় আন্দোলনকারী বলেন, বছরের পর বছর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। অফিস টাইমের বাইরে কোথাও কাজে গেলে নামমাত্র টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকা দিয়ে তাদের সংসার চালাতে হয়। ঝুকিপুর্ণ এই কাজ করার কারণে অনেকে মারাগেছে আবার অনেকের অঙ্গহানী হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন ভাতার কোন ব্যবস্থা করেনি। তাই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। এদিকে লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি পালন করায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এসময় হাসাপাতালের ডাক্তার, নার্স, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত পোস্টার, ব্যনার, লিফলেট নিয়ে ২ ঘন্টাব্যাপী অবস্থান করে। এতে করে ভোগান্তিতে পড়তে হয় দুরদুরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের।

সেসময় চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাহারুল ইসলাম, ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার মাসুদ আহমেদ সোহেল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা শামিম ইসলাম ও ল্যাব সহকারী আসমত আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, হাসপাতাল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মীর নাসির হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস কয়েকজন বিভিন্ন অযুহাতে তাদের বেতন ভাতা আটকে রেখেছে। এতে করে নানা সমস্যার সম্মূখীন হতে হচ্ছে তাদের । তাই দ্রুত এ সমস্যা সমাধান না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারী দেন তারা।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন

৫ দফা দাবিতে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন ।

কেন্দ্রীয় কর্মসুচীর অংশ হিসেবে ৫ দফা দাবিতে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি বাস্তবায়নের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকৌশলী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এই কর্মবিরতি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন,

উপসহকারী প্রকৌশলী আলীমুল রেজা, কার্য্য সহকারি শাহিন রেজা, অফিস সহায়ক হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মচারীরা।

আগামী বৃহস্পতিবার ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের এ কর্মবিরতি চলবে। দাবি মানা না হলে আগামি ১৫ সেপ্টেম্বর দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হবে।